জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে
জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২৪ অক্টোবর ২০০৭

জাতিসংঘের পক্ষে পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে- যেহেতু আরো বেশি মানুষ ও সরকার উপলব্ধি করতে পারছে যে আমাদের পরস্পর নির্ভরশীল ও বিশ্বায়নের এই বিশ্বে বহুপাক্ষিকতাই একমাত্র পথ। আন্তর্জাতিক সমস্যায় প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সমাধান এক্ষেত্রে একাকী চলাটা কোন কার্যকর বিকল্প নয়। শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন বা মানবাধিকার যে বিষয়েই আমরা কথা বলি না কেন আমাদের সংস্থার কাছে প্রত্যাশা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সদস্য রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের সাথে কাজ করে অর্জনের পথ ধরে আমাদের সময়ের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলোতে ধাপে ধাপে অগ্রগতি করব বলে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এর অর্থ হল সংঘাত নিবারণ, শান্তিপ্রতিষ্ঠা, শান্তিরক্ষা ও শান্তিবিনির্মাণে জাতিসংঘের পূর্ণাঙ্গরূপে ভূমিকা পালনের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা। এর আরেকটি অর্থ হল নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র বিস্তার প্রতিরোধে আমাদের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা ।

একই সময়ে বিশেষত আফ্রিকায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্যই দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। আমি রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করব এবং সাহায্য, বাণিজ্য ও ঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে নেতাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন করতে তাদের জবাবদিহিতা দাবি করব।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বৈশ্বিক ও নির্ণায়ক পদক্ষেপ গ্রহণকে উৎসাহিত করতে আমি সম্ভব সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। এসব জরুরি বিষয়ে ঐকমত্য তৈরির ক্ষেত্রে জাতিসংঘ একটি চমৎকার ফোরাম। এক মাস আগে সাধারণ পরিষদের যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হল আমরা সেখানেই এর প্রমাণ দেখতে পেলাম। এতে অংশগ্রহণকারী সব নেতারাই 'জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি কাঠামো'-র অধীনে ডিসেম্বরে বালিতে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের প্রতি সুস্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছে: এটা সবসময়ের মত কোন বিষয় নয়। ফলাফল নিশ্চিত করতে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ জুড়ে আমাদেরকে অবশ্যই গতি সঞ্চার করতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জলবায়ু রক্ষা করা সকলের জন্য মঙ্গলকর।

নিরাপত্তা ও উন্নয়ন যদি হয় জাতিসংঘের কাজের দু'টি স্তম্ভ, তাহলে মানবাধিকার হল তৃতীয় স্তম্ভ। 'সুরক্ষার দায়িত্ব'-কে কথা থেকে কাজে পরিণত করতে আমি সদস্য রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের সাথে একযোগে কাজ করব, যাতে করে গণহত্যা, জাতিগত শুদ্ধি অভিযান বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে সময়মত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

পরিশেষে, আমাদেরকে অবশ্যই জাতিসংঘেরও রূপান্তর ঘটাতে হবে। নতুন প্রয়োজন পূরণে এবং নৈতিকতা, শুদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমাদেরকেও খাপ খাইয়ে চলতে হবে, যাতে করে আমরা দেখাতে পারি যে সকল সদস্য রাষ্ট্র ও সারা বিশ্বের জনগণের কাছে আমরা সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ।

আজ আমরা যেসব কাজ করব তার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতে আমাদেরকে বিচার করা হবে। আজ জাতিসংঘ দিবসে আসুন আমরা এসব লক্ষ্য অর্জনে নিজেদেরকে পুনর্নিবেদিত করি।

* ** *